FURAT

অনুবাদ

বাংলা

РУССКИЙ

FRANÇAIS

DEUTSCH

مؤسسة الفرقان

এটাই আল্লাহ'র ওয়াদা

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা'র, যিনি মহাপরাক্রমশালী মহাশক্তিধর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি, যাকে তরবারি সহকারে সমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর,

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে জমিনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা, আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক"। (সূরা আন-নূর ২৪:৫৫)

মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তাআ'লা'র ওয়াদা এই যে, তারা জমিনে প্রতিনিধিত্ব করবে, মান মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং নিরাপত্তা ও শান্তি লাভ করবে। এই ওয়াদা মাত্র একটি শর্ত পূরণের উপর নির্ভরশীল। তা হচ্ছে "তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা" (সূরা আন-নূর ২৪:৫৫)। এই শর্ত তখনই পূরণ হবে যখন কেউ এক আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, শিরকের কালো অন্ধকার হতে নিজেকে দূরে রাখবে এবং স্বীয় কামনা বাসনাকে কোরবানি করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত দ্বীন মোতাবেক আল্লাহ'র সকল আদেশের (ছোট বা বড়) প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আমল করবে। এই শর্ত পূরণ হলে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে, সমাজে সুসংস্কার আসবে, জুলুম দূরীভূত হবে, ন্যায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটবে এবং সর্বোপরি শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে। শুধুমাত্র এই শর্ত পালন করলেই জমিনের প্রতিনিধিত্ব দেয়া হবে, যা আল্লাহ তাআ'লা ফেরেশতাদের জানিয়েছেন।

এই শর্ত পূরণ না হলে শাসন-কর্তৃত্ব থাকবে জালিম ও স্বৈরাচারী রাজত্বের কাছে। যার ফলে মানব সমাজে ধ্বংস, দুর্নীতি, জুলুম, দমন-পীড়ন, ভয়-ভীতি বিরাজ করবে। নৈতিক অবক্ষয় তথা অধঃপতন মানুষকে পশুর পর্যায়ে নিয়ে যাবে। এটা সেই বাস্তবতা যার জন্য আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তবতা শুধুমাত্র রাজত্বলাভ, প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার আর শাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটা হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব; যা মানুষকে আল্লাহ'র আইন অনুযায়ী চলতে বাধ্য করে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সফলতা এনে দেয়। আল্লাহ'র আদেশ মোতাবেক তাঁর মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং যেকোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁর আইনের কাছে মুখাপেক্ষী হওয়ার মাধ্যমেই এই প্রতিনিধিত্ব অর্জিত হয়।

এই প্রতিনিধিত্ব এবং সামগ্রিক বাস্তব পরিস্থিতির জন্যই আল্লাহ তাআ'লা যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, হিদায়াতকারী কিতাব নাযিল করেছেন, যার সহায়তায় জিহাদের তরবারি সদা কোষমুক্ত ছিল।

বস্তুত আল্লাহ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাহ'কে সম্মান ও অনুগ্রহ করেছেন; করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ।

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, মানব জাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে"। (সূরা আলে ইমরানঃ ১১০)

আর আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই উম্মাহ শাসন-ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হবে।

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে জমিনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে”। (সূরা আন্-নূর ২৪:৫৫)।

তিনি এই উম্মাহকে পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছেন; যতদিন তারা এই শর্ত রক্ষা করবে; “তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা”। (সূরা আন্-নূর ২৪:৫৫)।

আল্লাহ তাআ’লা এই উম্মাহকে সম্মানও দিয়েছেন,

“অথচ শক্তি-সন্মান তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না”। (সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:৮)

হ্যাঁ, সন্মান এই উম্মাহ’র জন্য। এই সম্মান আল্লাহ তাআ’লার পক্ষ থেকে-যা ঈমানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মুমিনদের অন্তরে অবস্থান করে। এইভাবে ঈমান যখন হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে, সম্মানও এর সাথে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে। এটা সেই সন্মান যা হেলে যায় না, নমনীয় হয় না, যত দুঃখ-দুর্দশাই আসুকনা কেন, সম্মানের হানি হয় না। এই সন্মান সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ’র জন্যই নির্ধারিত-যা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাহ- এ এমন এক উম্মাহ, যা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে আত্মসমর্পণ করে না, মাথানত করে না, সীমালঙ্ঘন আর জুলুমকে কখনও প্রশ্রয় দেয় না।

“আর যারা, যখন তাদের উপর সীমালঙ্ঘন হয় তখন তারা তার প্রতিবিধান করে”। (সূরা আশ-শূরা ৪২:৩৯)

এ উম্মাহ হচ্ছে এক সম্মানিত ও মহৎ উম্মাহ, যা দুঃখ-দুর্দশাকে উপেক্ষা করে নিদ্রা যায়না। এটা মর্যাদাহানিতাকে মেনে নেয় না।

“আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও”। (সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৯)

এটি একটি প্রবল ও শক্তিশালী উম্মাহ, আর কেনইবা এমনটি হবেনা যখন স্বয়ং আল্লাহ একে সহায়তা করছেন এবং বিজয় দান করেছেন?

“এটা এ জন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই”। (সূরা মোহাম্মাদ ৪৭:১১)

এটা হচ্ছে মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাহ, যখনই এটি আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হয়েছে, তখনই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি এই উম্মাহ’র জন্য নির্ধারিত করেছেন।

আল্লাহ তাআ’লা তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন, এমন একসময়ে যখন আরবরা অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তারা ছিলো সবচেয়ে উদাম, অতি ক্ষুধার্ত এবং অবহেলিতদের অন্যতম এবং হীনমন্যতার গভীরে নিমজ্জিত। কোন বিষয়ে তাদেরকে তত্ত্বাবধান করার কেউ ছিল না। তারা পারস্য সম্রাট খসরু ও রোমান সম্রাট ক্বায়সারের কাছে নতি স্বীকার করেছিল এবং তাদের অবমাননাকর বশ্যতা মেনে নিয়েছিল।

আল্লাহ সুবঃ বলেন, "যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিলো ঘোর বিভ্রান্তিতে"। (সূরা আল-জুমু’আহ্ ৬২:২)।

আল্লাহ আরও বলেন, "আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, জমিনে তোমরা দুর্বল হিসেবে গণ্য হতে। তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে হঠান এসে ধরে নিয়ে যাবে"। (সূরা আল-আনফাল ৮:২৬)

ক্বাতাদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "আরবের এ সকল গোত্রসমূহ ছিল চরম অপমানিত, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, অতি মূর্খ এবং সবচেয়ে উদাম। এ গোত্রসমূহের লোকগুলো খেয়েও অভুক্ত থাকতো। যারা বেঁচে থাকতো তারা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে জীবনযাপন করত এবং যারা মারা যেত তারা জাহান্নামের আগুনে পতিত হত"।

ক্বাদিসিয়্যাহ'র যুদ্ধের দিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একদল সাহাবা পারস্য সম্রাট খসরু'র নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। সে (খসরু) সাহাবাগণকে বললো "এ পৃথিবীর বুকে তোমাদের চেয়ে বেশী হতদরিদ্র, অতি অল্প এবং বিভক্ত কোন জাতি আছে বলে আমার জানা নাই। তোমাদেরকে প্রতিহত করার দায়িত্ব আমাদের আশেপাশের গ্রামের লোকদের হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। পারস্য তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি এবং না তোমরা কখনও আশা করেছ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে"।

সাহাবাগণ নীরব রইলেন। অতঃপর, আল মুগ্বিরাহ ইবনে শুবা'হ (রাদিয়াল্লাহু আনহ) তাকে জবাব দিলেন, "তুমি আমাদের যে দরিদ্রাবস্থার কথা বলছ, তাহলে জেনে রাখো, সত্যিই আমাদের চেয়ে হতদরিদ্র আর কেউ ছিল না। আমাদের মতো ক্ষুধার্ত আর কেউ ছিল না। অভাবের তাড়নায় আমরা গোবরে পোকা, বিছা এবং সাপ খেতাম। আমরা এগুলোকে খাবার মনে করতাম। আমাদের ঘরবাড়ি বলতে পৃথিবীর খোলা ময়দান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। উট ও মেষের পশম থেকে তৈরি করা পোশাক ব্যতীত আমাদের আর কিছুই পরিধান করতাম না। দ্বীন বলতে আমরা বুঝতাম একে

অপরকে হত্যা ও জুলুম করা। আমাদের একজন তার নিজ কন্যাকে জীবিত কবরে পুঁতে দিতো, এই ঘৃনাভরে যে এই কন্যা তার (হত্যাকারীর) অন্ন ধ্বংস করবে"।

ইসলাম আগমনের পূর্বে এই ছিল আরবদের সার্বিক পরিস্থিতি। তারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত থাকত। বিভক্ত, বিক্ষিপ্ত ও অন্তর্বিরোধে লিপ্ত অবস্থায় পরস্পর অবস্থান করত। একে অপরের পিছনে লেগে থাকতো, ক্ষুধায় কষ্ট পেত, ঐক্যহীন থাকতো এবং একে অপরকে বন্দী করত। অতঃপর, আল্লাহ তাদেরকে ইসলাম দ্বারা অনুগ্রহ করলেন। তারা আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। আল্লাহ তাদেরকে এবং তাদের সৈন্যদের সারিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করলেন, অপমানের পর সম্মানিত করলেন, দারিদ্রতার পরে সম্পদশালী করলেন, হৃদয়সমূহকে এক করে দিলেন। আর এ সবই সম্ভব হয়েছিল ইসলামে প্রবেশের মাধ্যমে । আল্লাহ'র রহমতে এভাবে তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। জমিনের যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন; নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। (সূরা আল-আনফাল ৮:৬৩)

এভাবে তাদের হৃদয় থেকে পারস্পারিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূরীভূত হয়েছিল। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন ঈমানের ভিত্তিতে এবং ধার্মিকতাই ছিলো তাদের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। তারা একজন আরব ও অনারবের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। পার্থক্য করতেন না একজন প্রাচ্যবাসী ও পাশ্চাত্যবাসীর মধ্যে, কিংবা একজন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে, কিংবা একজন দরিদ্র ও ধনীর মধ্যে। তারা জাতীয়তাবাদ ও জাহিলি যুগের (প্রাক ইসলামী অজ্ঞতার যুগ) আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উত্তোলন করেছিলেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই) এর" পতাকা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছিলেন সততা ও আন্তরিকতার সাথে। অতঃপর আল্লাহ এই দ্বীনের মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদেরকে দ্বীনের বার্তাবহনকারী হিসাবে সম্মানিত করেছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ এবং পৃথিবীর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেছিলেন।

উত্তম চরিত্রের মানুষদের নিয়ে গঠিত আমাদের এই প্রিয় উম্মাহকে আল্লাহ তাআ'লা মাত্র এক বছরের মধ্যে এমন সব অপ্রত্যাশিত বিজয় দান করলেন যা তিনি বহু বছর ধরে এমনকি শতাব্দীকাল ধরে অন্য কাউকে দেননি। এই উম্মাহ মাত্র ২৫ বছরের ব্যবধানে ইতিহাসের তৎকালীন দুই বৃহত্তম পরাশক্তি (রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যকে) পরাজিত করেছিল। সাহাবীগণ সাম্রাজ্যসমূহ হতে লব্ধ বিশাল রত্ন ভাণ্ডার জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ'তে ব্যয় করেছিলেন। জীর্ণশীর্ণ, পুরাতন অস্ত্র-সরঞ্জাম ও নগণ্য সৈন্য-সংখ্যা নিয়ে তারা অগ্নিপূজকদের আগুন চিরতরে নিভিয়ে দিয়েছিলেন এবং ক্রুশের পূজারিদের উঁচু নাককে মাটিতে নামিয়ে এনেছিলেন।

ইবনে আবী শায়বাহ 'আল মুসান্নাফ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, হুসাইন বর্ণনা করেছেন যে, আবু ওয়াইল বলেছেন যে, ''সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস যখন ক্বাদিসিয়্যাহতে পৌঁছে মুজাহিদিনদের সাথে বিশ্রামরত ছিলেন, তিনি বলছিলেন, আমি নিশ্চিত নই যে আমাদের সৈন্য-সংখ্যা ৭ থেকে ৮ হাজারের বেশি হবে কিনা তবে মুশরিকরা (বহুশ্বরবাদী) ছিলো সংখ্যায় ৬০ হাজারেরও বেশি। তথাপি তাদের সাথে ছিলো হস্তিদল। যখন তারা (মুশরিকরা) ময়দানে পৌঁছলো, তারা আমাদের বলল, তোমাদের ভূমিতে ফিরে যাও কারণ আমরা দেখছি যে আমাদের সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও শক্তির তুলনায় তোমরা অতি নগণ্য, তাই তোমরা ফিরে যাও। আমরা তাদেরকে বললাম, আমরা ফিরে যাব না। তখন তারা আমাদের তীরগুলোকে 'দুক, দুক' (একটি ফারসি শব্দ) বলে ব্যঙ্গ করতে লাগল। তারা আমাদের তীরগুলোকে সুতাকাঁটার দণ্ডের সাথে তুলনা করেছিল।

হ্যাঁ, আমাদের উম্মাহ হচ্ছে সেইসব নগ্নপদ, বিবস্ত্র আর রাখালগণ, যাদের ভালো মন্দ ও সত্য মিথ্যার জ্ঞান ছিলনা। অত্যাচার ও জুলুমের পর তারাই এ দুনিয়াকে ন্যায়বিচারে ভরে দিয়েছিলো এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বকে শাসন করেছিলো। তারা এই সম্মান শক্তি, সৈন্যসামন্ত আর প্রজ্ঞা দ্বারা অর্জন করেনি বরং তারা এই সম্মান অর্জন করেছিলেন একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার প্রতি বিশ্বাস এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনীত দ্বীন অনুসরণ করার মাধ্যমে। হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত, আপনারা এই শ্রেষ্ঠত্ব আর সম্মানের ধারাকে অব্যাহত

রাখুন। নেতৃত্ব পুনরায় আপনাদের কাছে ফিরে আসবে। এই উম্মাহ'র রব গতকাল যিনি ছিলেন আজও তিনিই আছেন, যিনি গতকাল বিজয় দান করেছিলেন তিনি আজও সে আকাঙ্ক্ষিত বিজয় দান করবেন, ইনশা'আল্লাহ।

এখন সময় এসেছে সেইসব প্রজন্মদের জন্য, যারা এতদিন লাঞ্ছনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল, অবমাননায় লালিত-পালিত হচ্ছিল এবং ইতর লোকদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। অবহেলার অন্ধকারে দীর্ঘ সুখনিদ্রার পর আজ তাদের সময় হয়েছে জেগে উঠার। অসম্মানের পোশাক ছুঁড়ে, লাঞ্ছনা আর অপমানের ধুলা ঝেড়ে ফেলে আজ মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাহর নিদ্রা থেকে জেগে উঠার সময় এসেছে। শোক ও আহাজারির দিন শেষ হয়ে আজ উদিত হয়েছে সম্মানের নতুন সূর্য। জিহাদের সূর্য আজ উদিত হয়েছে। সুসংবাদ আজ উদ্ভাসিত হচ্ছে। দিগন্তে বিজয়ধ্বনি উঁকি দিচ্ছে। বিজয়ের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হচ্ছে।

আজ এখানে দাওলাতুল ইসলামের তাওহীদের (একত্ববাদ) পতাকা সগৌরবে উড়ছে। যার ছায়া আলেপ্পো থেকে দিয়ালার ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পতাকার নিচে তাওয়াগ্বীতদের (যে সকল শাসক আল্লাহর প্রাপ্য অধিকার দাবি করে) দেয়ালগুলো ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে, তাদের বাতিল পতাকাগুলো ভূপাতিত করা হচ্ছে, সীমানাপ্রাচীর ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের সৈন্যরা হয় মৃত, নয় কারারুদ্ধ নতুবা পরাজিত। আজ মুসলিমরা (বিশ্বাসীরা) সম্মানিত ও কুফফাররা (অবিশ্বাসীরা) অপমানিত। আহলুস সুন্নাহ (সুন্নি) আজ কর্তার আসনে সমাসীন শ্রদ্ধার পাত্র। বিদাআতপন্থিরা (নব্যতন্ত্র) অপমানিত। আল্লাহর যে সকল হুদুদ (শরীয়াহ' মোতাবেক শাস্তি) রয়েছে তার সবগুলো আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্মুখ সারি আজ প্রতিরক্ষিত। ক্রুশ এবং কবরগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। তরবারির ডগা দ্বারা বন্দিদের মুক্ত করা হচ্ছে। এই ভূমির জনগণ সর্বত্র নিরাপদে তাদের জীবিকা অর্জন ও ভ্রমণ করতে পারছে এবং তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করছে। উলাত (ওয়ালি এর বহুবচন বা গভর্নর) এবং বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে। জিজিয়া (কাফিরদের উপর আরোপিত কর) আরোপ করা হয়েছে, যাকাত (বাধ্যতামূলক দান) এবং ফায় (যুদ্ধ ছাড়া অর্জিত গনিমাহ) সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিরোধ এবং অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির জন্য শরীয়াহ বিচারালয় স্থাপন করা হয়েছে। মন্দ অপসারিত হয়েছে।

আল্লাহ'র অনুগ্রহে মসজিদসমূহে পাঠদান ও ক্লাস শুরু হয়েছে। দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ'র জন্য হয়ে গেছে। এখন শুধু একটি ব্যাপারই বাকি রয়েছে, তা হলো ওয়াজিব কিফায়া (সম্মিলিত দায়িত্ব) যা ত্যাগ করে সমগ্র উম্মাহ পাপের বোঝা বহন করছে, যা একটি ভুলে যাওয়া বাধ্যবাধকতা। উম্মাহ যখন থেকে এ সন্মান হারিয়েছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই সম্মানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেনি। এটা এমনই এক স্বপ্ন যা প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিমের অন্তরের দাবী। এটা এমনই একটি আশা যা প্রত্যেক মুজাহিদ মুওয়্যাহিদের (একেশ্বরবাদী) অন্তরে স্পন্দিত হয়। এটা হচ্ছে খিলাফাহ। এটা হচ্ছে খিলাফাহ-যা এ যুগের এক হারিয়ে যাওয়া বাধ্যবাধকতা।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি জমিনে খালিফাহ সৃষ্টি করছি"। (সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৩০)

ইমাম আল-ক্কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) তার তাফসীরে (কোরআনের ব্যাখ্যা) বলেছেন, "এই আয়াতটি হচ্ছে নেতা ও খালিফাহ নিয়োগের মৌলিক ভিত্তি যার আদেশ শুনতে ও মানতে হবে। যাতে করে সমগ্র উম্মাহ তার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং তার আদেশসমূহ পালিত হয়। এ বিষয়ে উম্মাহর মাঝে এমনকি উলামাদের মাঝেও মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই, শুধু আল-আসা'আম (বধির মানুষ) ব্যতীত, যার বধিরতা তাকে শরীয়াহ'র রায় শুনা থেকে বিরত রাখে"।

আল্লাহ'র অনুগ্রহে দাওলাতুল ইসলামের শুরা (পরামর্শ) কাউন্সিল এই ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন করে এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সব জ্ঞান অর্জন করে-যার জন্য সমগ্র মুসলমানরা পাপী হবে যদি তারা এটা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে। বস্তুত দাওলাতুল ইসলামের কোন শরীয়াহগত কোন বৈধ বাধা বা ওজর ছিল না-যা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করাকে বিলম্বিত করে অথবা তা থেকে বিরত রাখে এবং এমন কোন বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় যা করলে উম্মাহ পাপী হয় না। অতঃপর আহলুল-হাল্লি-ওয়াল আকদ (যাদের উপর জনগণের কর্তৃত্ব আছে) এর প্রতিনিধিসমূহ, প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, নেতৃবৃন্দ এবং শুরা কাউন্সিল এর প্রতিনিধিত্বে গঠিত দাওলাতুল ইসলাম সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিবে, মুসলিমদের জন্য একজন সার্বজনীন খলিফা মনোনীত

করবে। তারা সে মোতাবেক একজন মুজাহিদ, বিদ্বান (যিনি যা প্রচার করেন তা চর্চা করেন) ইবাদতকারী, নেতা, যোদ্ধা, মুজাদ্দিদ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বংশধর, আল্লাহর বান্দা, ইবরাহীম ইবনে আওয়াদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল বাদরী আল হাশিমী আল কুরায়েশী (বংশানুক্রমে), আস সামাররাই (জন্মসূত্রে ও বেড়ে উঠায়), আল-বাগদাদী (বাসস্থান ও বিদ্যার্জনের দিক থেকে) কে বাইয়াহ (আনুগত্যের শপথ) দেন এবং তিনি উক্ত বাইয়াহ গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি আজ সারা দুনিয়ার মুসলিমদের ইমাম এবং খালিফাহ। এই ঘোষণার তারিখ (১লা রমাদান ১৪৩৫ হিজরি) হতে দাওলাতুল ইসলাম ফিল ইরাক ওয়াশ শাম থেকে "ইরাক এবং শাম" শব্দদ্বয় সকল প্রকার অফিসিয়াল বিবৃতি ও যোগাযোগ হতে মুছে ফেলা হয় এবং একই তারিখে এর অফিসিয়াল নাম দেয়া হয় ‘‘দাওলাতুল ইসলাম’’।

আমরা সারা পৃথিবীর মুসলিমদের কাছে এটা পরিষ্কার করছি যে, খিলাফাহ’র এই ঘোষণার সাথে সাথে খালিফাহ ইব্রাহীম (হাফিদাহুল্লাহ) কে বাইয়াহ ও সমর্থন দেয়া সমস্ত মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য। খিলাফাহ’র ঘোষণা, বিস্তার ও এর সৈনিকদের তাদের এলাকায় আসার পর সকল ইমারত, দল, রাষ্ট্র এবং সংগঠনের আইনগতভাবে বৈধতা হারায়। ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যা আবদুস ইবনে মালিক আল-আত্তার হতে বর্ণিত, ‘‘আল্লাহ’র উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এমন কারও জন্য এটা বৈধ নয় যে সে ঘুমাতে যায় এটা বিবেচনা না করে যে কে তার নেতা-যদি তরবারির মাধ্যমে কেউ জোর করেও তাদের নেতৃত্ব দখল করে খালিফাহ হয় এবং তাকে আমিরুল মুমিনিন (বিশ্বাসীদের নেতা) বলা হয়, যদি সে নেতা ন্যায়নিষ্ঠ অথবা ফাসিকও হয়’’।

খলিফা ইব্রাহিম (হাফিদাহুল্লাহ) খালিফাহ হওয়ার জন্য উলামাদের দ্বারা উল্লেখিত সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করেছেন। তিনি আবু উমর আল বাগদাদী (রাহিমাহুল্লাহ) এর স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাকে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ইরাকে বাইয়াহ দেয়া হয়। আজ তার কর্তৃত্ব ইরাক এবং শামের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিরাজ করছে। আলেপ্পো থেকে দিয়ালা পর্যন্ত ভূমিতে এখন তার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মান্য করা হচ্ছে। হে আল্লাহর বান্দাগণ, আল্লাহকে ভয় করুন, আপনাদের খালিফাহ’র আদেশ শুনুন ও

মানুন। আপনাদের এই দাওলাহকে সহায়তা করুন যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহর দয়ায় এর সন্মান ও উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেভাবে এর শক্রর পশ্চাদপসরণ এবং পরাজয়ও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই হে মুসলিমগণ! তীব্র বেগে ছুটে আসুন এবং জড়ো হোন আপনাদের খালিফাহ’র সাথে, যাতে আবার ফিরে আসতে পারেন সেই অবস্থায় যেমন করে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বে এবং বীর যোদ্ধা হিসেবে যুগ যুগ ধরে আপনারা সমাসীন ছিলেন। আসুন, যাতে আপনারা সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় হতে পারেন; কর্তার আসনে থেকে মর্যাদার জীবন যাপন করতে পারেন। জেনে রাখুন, আমরা এমন একটি দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করছি যাকে আল্লাহ সহায়তা করার ওয়াদা করেছেন। আমরা এমন একটি উম্মাহ’র জন্য যুদ্ধ করছি যাকে আল্লাহ সন্মান, মর্যাদা, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করেছেন। হে মুসলিমগণ! ফিরে আসুন সম্মানের দিকে, বিজয়ের দিকে। আল্লাহর কসম, আপনারা যদি গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, পশ্চিমা বাতিল ধ্যান-ধারনাকে বাদ দিয়ে আপনাদের দ্বীন ও আক্বিদাহ'র দিকে ফিরে আসেন তাহলে এই জমিন আপনাদের হবে; পূর্ব-পশ্চিম আপনাদের আনুগত্য করবে। এটাই আল্লাহ’র পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি। আপনাদের জন্য এটাই আল্লাহর ওয়াদা। এটাই আল্লাহর ওয়াদা।

‘‘তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত ও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও’’ (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৩৯)

এটাই আল্লাহ’র পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য ওয়াদা।

‘‘আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হবার কেউ থাকবে না’’ (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৩৯)

এটাই আল্লাহ’র পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য ওয়াদা।

‘‘কাজেই তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, যখন তোমরা প্রবল; আর আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কর্মফল খনে ক্ষুণ্ণ করবেন না’’ (সূরা মোহাম্মাদ ৪৭:৩৫)

এটাই আল্লাহ’র পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য ওয়াদা।

‘‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে জমিনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন’’ (সূরা আন্-নূর ২৪:৫৫)।

সুতরাং আপনাদের রবের প্রতিশ্রুতির দিকে ধাবিত হোন।

‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না’’ (সূরা আলে-ইমরান ৩:৯)

এবং পৃথিবীর বুকে থাকা সব তানযীম ও দলসমূহ, মুজাহিদিনগণ, আল্লাহ’র দ্বীনকে সহায়তাকারী তাওহীদবাদি মুসলিমগণ, গোত্রসমূহের দলনেতা ও প্রধানগণ, ইসলামী পতাকার দাবীদার সকলের প্রতি আমাদের একটি বার্তা। আমরা বলিঃ

আপনারা নিজেদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আপনাদের জিহাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আপনাদের উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন।

"হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহ'র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না। আর তোমরা সকলে আল্লাহ'র রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১০২-১০৩)

আল্লাহর কসম! এই রাষ্ট্রকে সহায়তা না করে আপনাদের বিরত থাকার পিছনে আমরা কোন শরঈ অজুহাত খুঁজে পাই না। কাজেই আপনারা এমন অবস্থান নিন যাতে আল্লাহ তাআ'লা আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। সত্যের পর্দা আজ উন্মোচিত এবং দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এটাই সেই রাষ্ট্র। এটা মুসলমানদের রাষ্ট্র; এই রাষ্ট্র নিপীড়িতদের, ইয়াতীমদের, বিধবাদের এবং নিঃস্বদের। যদি আপনারা এটাকে সমর্থন করেন তবে তা হবে আপনাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই।

বস্তুত এই সেই রাষ্ট্র। বস্তুত এই সেই খিলাফাহ। হে মুসলিমগণ! আপনাদের জন্য এখন সময় হয়েছে এই ঘৃণ্য (যা কখনই আল্লাহ'র দ্বীনের অংশ ছিলনা) দলাদলি, বিক্ষিপ্ততা আর বিভাজন ত্যাগ করার। আর আপনারা যদি এই রাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করেন অথবা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তাহলে এটার কোন ক্ষতিই করতে পারবেন না, বরং আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

এই সেই রাষ্ট্র-যা মুসলমানদের। আপনাদের জন্য এটা যথেষ্ট হবে যা আল-বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে। তিনি বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছেন, "এ বিষয়টি কুরাইশদের জন্য; যাকে আল্লাহ মাথা উপুড় করে মাটিতে ছুঁড়ে মারবেন সে ব্যতীত এই ব্যাপারে কেউ তাদের সঙ্গে বিরোধিতা করে না, যতদিন তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে"।

দল এবং সংগঠনসমূহের সৈনিকদের প্রতি বলছিঃ আপনারা জেনে রাখুন; খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর আপনাদের দল ও সংগঠনসমূহের আর কোন বৈধতা নেই। আল্লাহকে বিশ্বাস করে এমন কারও জন্য এটা জায়েজ নয় যে সে খালিফাহ'র প্রতি 'ওয়ালা' (আনুগত্য) ছাড়া ঘুমায়। আর আপনাদের নেতারা যদি দাবি করে যে এটা খিলাফাহ না, তাহলে মনে রাখবেন যে তারা কতকাল ধরে আপনাদের বলে এসেছে-এটা একটি রাষ্ট্র নয় বরং একটি অস্তিত্বহীন কাল্পনিক কাগজের বাক্স মাত্র-যতক্ষণ পর্যন্তনা এর সুনিশ্চিত খবর আপনাদের কাছে পৌঁছে যে এটি একটি রাষ্ট্র। অব্যাহতভাবে এর সংবাদ আপনাদের কাছে পৌঁছতে থাকবে যে এটা খিলাফাহ, এমনকি কিছু সময় পরে হলেও তা আপনাদের কাছে পৌঁছবে।

এবং জেনে রাখুন যে, আপনাদের এই সকল সংগঠন ব্যতীত অন্য কোন কিছুই এই বিজয়কে বিলম্বিত করেনি এবং এখনও করছেনা; কারণ এ সংগঠনগুলোই বিভক্তি ও মতবিরোধের কারণ যা খিলাফাহ'র শক্তিকে ধ্বংস করছে। বিভক্তি ইসলামে মোটেই গ্রহনযোগ্য নয়।

''নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব আপনার নয়; তাদের বিষয়তো আল্লাহ'রই নিকট, তারপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন''। (সূরা আল আন্'আম ৬:১৫৯)

আপনারা জেনে রাখুন যে, আপনাদের নেতারা এমন কোন বৈধ ওজর খুঁজে পাবে না যা আপনাদেরকে এই জামাআহ (একজন মুসলিম নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ মুসলমানগণ) থেকে, এই খিলাফাহ থেকে এবং এই মহানকর্ম থেকে দূরে রাখে-শুধুমাত্র দুটি মিথ্যা ও দুর্বল কারণ ছাড়া। প্রথম হচ্ছে সেই একই বিষয় যা নিয়ে তারা পূর্বেও আপত্তি করেছিল, আর তা হলো এটি একটি খাওয়ারিজ (একটি গোত্র যারা মুসলমানদের তাকফীর করেছিল কবীরা গুনাহ'র কারণে, যা করলে দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় না) রাষ্ট্র এবং এছাড়াও অন্যান্য অভিযোগ যা ইতোমধ্যে শহরগুলোতে (এই রাষ্ট্র দ্বারা শাসিত) স্পষ্টভাবে বাতিল প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আপনাদের নেতারা আপনাদেরকে এবং তাদের নিজেদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করবে যে, ''এটি একটি দমকা হাওয়া যা নির্বাপিত হবে-

একটি অস্থায়ী ঘূর্ণিবায়ু যা বেশীক্ষণ টিকবে না-কুফফার জাতিগুলো এটাকে টিকে থাকতে দিবেনা- এবং কুফফাররা এর বিপক্ষে একত্রিত হয়ে অচিরেই দ্রুত নিঃশেষ করে দিবে। আর এর সৈন্যদের মধ্যে যারা টিকে থাকবে তারা আশ্রয় নিবে পাহাড়ের চূড়ায়, গুহায়, পরিত্যক্ত মরুপ্রান্তরে অথবা কোন গুপ্ত কারাগারে। অতঃপর আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে অভিজাত জিহাদে। যে অভিজাত জিহাদকে আমরা হোটেল, সম্মেলন, অফিস, লাইটস এবং ক্যামেরার বাইরে থেকে পরিচালনার কথা চিন্তাই করতে পারি না। আমরাই উম্মাহকে নেতৃত্ব দিতে চাই এই উম্মাহর জিহাদে..”।

সুতরাং ঐসব নেতারা ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক তাদের কথিত সেই উম্মাহ-যা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে গঠিত...এমন একটি ‘উম্মাহ’ যার আক্বিদাহ মুরজিয়া (একটি দল যারা আমলকে ঈমান থেকে বাদ দিয়েছে), ইখওয়ান (মুসলিম ব্রাদারহুড দল) এবং সুরুরিয়াহ (একটি দল যা ইখওয়ান দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু নিজেদের সালাফি বলে দাবি করে) দের আক্বিদাহ।

“সে (শয়তান) তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র” (সূরা আন-নিসা ৪:১২০)

আল্লাহর অনুমতিতে এই রাষ্ট্র টিকে থাকবে। ইরাকের দলসমূহ ও তাদের নেতাদের জিজ্ঞাসা করুন। তারা তাদেরকে পুনঃনিশ্চিত করেছিল এই দাবি করে যে, এ রাষ্ট্র অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে। তারা ক্ষমতায় আপনাদের দলগুলোর চেয়েও বড় এবং সম্পদে বৃহত্তর ছিল।

“তারা কি জমিনে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল, শক্তিতে তারা ছিল এদের চেয়েও প্রবল” (সূরা আর-রূম ৩০:৯)

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ আপনাদেরকে অভিনন্দন। এই স্পষ্ট বিজয়ের জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন। অভিনন্দন এই মহান বিজয়ের জন্য। আজ কাফিররা ক্রোধে এমনভাবে ক্ষিপ্ত যে এর চেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত বুঝি আর তারা হতে পারবে না। ক্রোধে আর দুঃখে তারা আজ মৃতপ্রায়। আল্লাহ'র পক্ষ আসা বিজয় নিয়ে আজ মুমিনরা আনন্দিত, মহাসুখে উদ্বেলিত। আর মুনাফিকরা আজ অধঃপতিত। আজ রাফিদা, সাহওয়াত (জাগরণ কাউন্সিল) এবং মুরতাদিনরা (ধর্মত্যাগী) লাঞ্ছিত। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাওয়াগীতরা আজ ভীত-সন্ত্রস্ত। পশ্চিমা কুফর জাতিসমূহ আজ শঙ্কিত। শয়তান এবং তার দলসমূহের পতাকা আজ ভূপাতিত। আজ তাওহীদ এবং এর অনুসারীগণের পতাকা সমুন্নত। মুসলিমরা আজ সম্মানিত। হ্যাঁ, আজ মুসলিমরা সম্মানিত। এখন আপনাদের খিলাফাহ ফিরে এসেছে, শত্রুর ঘাড় অবনমিত হয়েছে। শত বিরোধীতার স্বত্বেও আপনাদের খিলাফাহ এখন ফিরে এসেছে । এখন আপনাদের খিলাফাহ ফিরে এসেছে; আমরা আল্লাহ তাআ'লা'র কাছে দোয়া করি যেন এই খিলাফাহ নবুওয়াতের আদলে হয়। আশাগুলো এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্বপ্ন এখন বাস্তবে রূপ লাভ করছে। আপনাদেরকে অভিবাদন। আপনারা সত্য বলেছিলেন। আপনারা ওয়াদা করেছিলেন এবং তা রেখেছিলেন।

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ, এটা আপনাদের উপর আল্লাহ'র মহান অনুগ্রহ যে তিনি আপনাদেরকে এই দিনে পৌঁছিয়েছেন এবং বিজয় প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা'র মহান অনুগ্রহ ব্যতীত এবং আপনাদের পূর্ববর্তী সেসব ভাইগণ যারা আপনাদের মাঝে উত্তম ছিলেন তাদের রক্ত আর লাশ ছাড়া এই বিজয় অর্জিত হয়নি। আমরা তাদের ব্যাপারে এমন ধারনাই পোষণ করি, আল্লাহই তাদের বিচারক এবং তিনিই এ ব্যাপারে সবচাইতে ভাল জানেন। তারা হলেন সেইসব সম্মানিত ব্যক্তি যারা ইসলামের ঝাণ্ডাকে বহন করেছেন এবং এর জন্য তাদের সবকিছুকে উৎসর্গ করেছেন। তারা উদারচিত্তে সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন এমনকি তাদের আত্মাকেও, আপনাদের হাতে এ মহান ঝাণ্ডাকে তুলে দেয়ার জন্য। বস্তুত, তারা তাই করেছিলেন। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন এবং প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য তাদেরকে ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাই আপনারা এই মহান মানহাযকে হেফাজত করুন। শক্তি দিয়ে এর ঝাণ্ডাকে উন্নীত রাখুন। রক্ত দিয়ে একে সিক্ত করুন। আপনার লাশ দিয়ে একে উন্নীত করুন। এর নিচে মৃত্যুবরণ

করুন, আল্লাহ'র ইচ্ছায় যতক্ষণ না আপনি এটি হস্তান্তর করছেন ঈসা ইবনে মারিয়ামের (আঃ) কাছে।

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ, আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু বিজয়ের ব্যাপারে আমাদেরকে দায়িত্বশীল করেননি। বস্তুত আজ এ বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লা আপনাদেরকে সম্মানিত করেছেন, এইভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা খিলাফাহ'র ঘোষণা করেছি। আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা এটা ঘোষণা করেছি কারণ আমরা এর জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্ত পুরো করেছি। আল্লাহর অনুমতিতে আমরা এই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। আর আল্লাহ'র ইচ্ছায় এভাবেই আমরা তাঁর আদেশ পালন করি, আমাদের কর্মসমূহের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করি, পরে কি হবে তার পরোয়া আমরা করিনা, এমনকি যদি আমরা মাত্র একদিন বা একঘণ্টার জন্যও টিকে থাকি, যেহেতু আগের পরের সবকিছুই আল্লাহরই নিকট। যদি আল্লাহ তা'আলা চান তাহলে এই খিলাফাহ টিকে থাকবে, শক্তিশালী হবে এবং তা হবে তাঁর করুণা আর উদারতার জন্য; কারণ বিজয় শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এবং যদি এটা নিঃশেষ ও দুর্বল হয়ে যায় তাহলে জেনে রাখুন এটা আমাদেরই অর্জন এবং আমাদের কর্মের প্রতিফলন।

আমরা ততদিন এর প্রতিরক্ষা করবো যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করেন, আমরা এর প্রতিরক্ষা করবো আমাদের মাঝে শেষ ব্যক্তিটি বেঁচে থাকা পর্যন্ত। আর যদি এটা বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এটাকে আবার ফিরিয়ে আনবো নবুওয়াতের আদলে।

(কবিতা)

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ, আপনারা মুখোমুখি হবেন আল-মালাহিমের (মহাযুদ্ধের); যা শিশুদের চুল ধুসর করে দিবে। আপনারা নানাবিধ ফিতনা আর কষ্টকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন।

আপনারা পরীক্ষা এবং ভীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন। আল্লাহ যাকে করুণা না করবেন সে ছাড়া আর কেউ এই পরিস্থিতিতে টিকে থাকবে না। এই ফিতনার সময় কেউ দৃঢ়পদ থাকতে পারবে না যদি আল্লাহ তাকে দৃঢ়পদ না রাখেন। এই ফিতনার সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে দুনিয়া প্রীতি। তাই দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করার ব্যাপারে সতর্ক হোন। সতর্ক হোন। মনে রাখবেন আমাদের কাঁধে আজ মহান দায়িত্ব। আপনারা এখন ইসলামের ভূমির রক্ষীবাহিনী এবং এর অতন্দ্র প্রহরী। আপনারা এই মানহায আর এই ভূমির রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না, যদি গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় না করেন, কোরবানি না করেন, ধৈর্যশীল না হোন এবং রক্ত না ঝরান।

(কবিতা)

আরও জেনে রাখুন এই বিজয়ের পেছনের সবচেয়ে বড় কারণ আল্লাহর রহমত যা আপনাদের পারস্পরিক সহযোগিতা, অভিন্ন মত, নেতার কথা শোনা ও মানা এবং তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করায় মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি সব সময় মনে রাখুন ও তার সংরক্ষণ করুন। পরস্পর একত্রিত হোন এবং নিজেদের মধ্যে ভিন্নমত পরিহার করুন। একে অপরকে মেনে নিন এবং অহেতুক তর্ক পরিহার করুন| সৈন্যবাহিনীর বিভক্তির ব্যাপারে অতি সতর্ক হোন। সৈন্যবাহিনীকে ভেঙ্গে ফেলা বা ভেঙ্গে ফেলতে সহযোগিতা করার চেয়ে পাখি আপনাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে এটা অনেক বেশি ভালো। আর কেউ যদি সৈন্যবাহিনীকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়, তাহলে তার মাথা বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিন, তার ভিতর খালি করে ফেলুন, সে যেই হোকনা কেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “এবং যে কেউ তার নেতার প্রতি আন্তরিক হয়ে বাইয়াহ দেয়, তখন সে যেন তার নেতাকে অবশ্যই মানে। যদি অন্য কেউ এর মাঝে এসে নেতার সাথে (নেতৃত্বের বিষয়ে) বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, তবে তার ঘাড়ে আঘাত কর” (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহ) এবং আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে আমাকে মেনে চলল, সে আল্লাহ তাআ'লাকে মেনে চলল, আর যে আমার অবাধ্য হল, সে আল্লাহ তাআ'লার অবাধ্য হল। যে নেতার আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল, আর যে নেতার অবাধ্য হল সে আমার অবাধ্য হল। প্রকৃতপক্ষে নেতা হচ্ছে ঢালস্বরূপ। তার অধীনে যুদ্ধ চলতে থাকে এবং তার দ্বারা লোকেরা নিরাপদে থাকে। তাই যদি সে আল্লাহ তাআ'লাকে ভয় করতে বলে, এবং সে ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে সে পুরস্কৃত হবে। আর যদি সে অন্য কিছুর নির্দেশ দেয়, তবে তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে"। (বুখারী)

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ, আরেকটি বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তারা (বাতিলপন্থিরা) সমালোচনা করার জন্য এমন কিছু খুঁজবে যা আপনাদের বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। সুতরাং তারা যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, কিভাবে আপনারা খিলাফাহ'র ঘোষণা করেন যখন সমগ্র উম্মাহ আপনাদের সাথে একত্রিত হয়নি? কারণ বিভিন্ন দল, উপদল, গোষ্টি, সম্প্রদায়, লীগ, জোট, ব্যানার, আন্দোলন, সংগঠন, কাউন্সিল, প্রতিষ্ঠান, সমন্বয়কারী দল, বিগ্রেড, কোর, সেনাবাহিনী, ফ্রন্ট এবং সংস্থা সমূহ তো আপনাদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করেনি। তখন তাদেরকে বলবেন,

"কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধকারীই রয়ে গেছে, তবে তারা নয়, যাদেরকে আপনার রব দয়া করেছেন" (সূরা হূদ ১১:১১৮-১১৯)

তারা (বাতিলপন্থিরা) কখনোই কোন একটি ইস্যুতে একমত হয়নি, না তারা কখনো একমত হবে, শুধুমাত্র তাদের ছাড়া যাদের উপর আল্লাহ তাআ'লা রহম করেছেন। অধিকন্তু, দাওলাতুল ইসলাম তাদেরকে একত্রিত করবে যারা আন্তরিকভাবে ঐক্য চায়।

যদি তারা (বাতিলপন্থিরা) বলে, “তোমরা তাদেরকে অতিক্রম করেছ এবং তোমাদের নিজেদের বিচার-বুদ্ধিতে কাজ করেছ। কেন তোমরা অন্য কোন দলের সাথে পরামর্শ করলে না, ক্ষমা করলে না, এবং সহ্য করলে না?”। তখন তাদেরকে বলুন, “বিষয়টি অতি জরুরী”।

“আর হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আসলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এ জন্য” (সূরা ত্বা-হা ২০:৮৪)

এবং তাদের বলুন, “আমরা কার সাথে পরামর্শ করব? যারা দাওলাতুল ইসলামের যাত্রাকে কখনও স্বীকৃতি দেয়নি, যেখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স এর অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা কার সাথে পরামর্শ করব? যারা আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে, তাদের সাথে কি পরামর্শ করা উচিত? যারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? যারা আমাদের বর্জন করেছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছে? যারা আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছে? যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? আমরা কার সাথে পরামর্শ করব, আর কাদেরকে আমরা অতিক্রম করেছি?

(কবিতা)

এবং যদি তারা (বাতিলপন্থিরা) বলে, “আমরা তোমাদের কর্তৃত্ব স্বীকার করিনা”। তাহলে তাদেরকে বলুন, “আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ্য ছিল, তাই এটি আমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাই আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআ’লার আদেশ বাস্তবায়নে তরান্বিত করলাম।

“আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়”। (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৬)

এবং তাদেরকে বলুন, “আমরা রক্তের নদী বইয়েছি খিলাফাহ’র বীজকে সিক্ত করার জন্য, আমাদের খুলির দিয়ে এর ভীত গড়েছি, আর আমাদের লাশের দ্বারা এর স্তম্ভকে সুদৃঢ় করেছি। আমরা বছরের পর বছর ধরে ধৈর্যধারণ করেছি যখন আমরা ছিলাম প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি, কারারুদ্ধ, অস্থির ভাঙ্গন আর বাহুর বিচ্ছেদে জর্জরিত। এই দিনটির স্বপ্ন দেখে আমরা সকল প্রকার তিক্ততা আস্বাদন করেছি । আমরা কি এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারি যখন আমরা এই দিনে পৌঁছেছি?”

এবং তাদেরকে বলুন,

আমরা খিলাফাহ ছিনিয়ে এনেছি তরবারির ধারে,

বিজয়ীর বেশে, বাধ্য করে।

আমরা একে প্রতিষ্ঠা করেছি অনেক অবাধ্যতার পরে,

মানুষের ঘাড়ে প্রবল আঘাত করে।

বোমা হামলা, বিস্ফোরণ আর ধ্বংস করে,

সাহসী সেনাদের কষ্ট জয়ের পরে,

এর সিংহরা রণাঙ্গনে ছিল ক্ষুধার্ত,

কুফরের রক্ত পানে সদা পিপাসার্ত।

নিশ্চয় আমাদের খিলাফাহ আজ সন্দেহাতীত,

ক্রমশ: মজবুত হচ্ছে এই খিলাফাহ’র ভীত,

মুমিনদের হৃদয় আজ প্রশান্ত,

কাফেরদের হৃদয় আজ ত্রাসে অশান্ত।

পরিশেষে, আমরা পবিত্র রমজান মাসের আগমন উপলক্ষে মুসলিমদেরকে স্বাগত জানাই। আমরা আল্লাহ তাআ'লার কাছে দোয়া করি যেন তিনি এ মাসকে বিজয়, সম্মান ও তামকীনের মাস করে দেন। তিনি যেন এ মাসের দিন ও রাতকে রাফিদা, সাহওয়াত ও মুরতাদদের জন্য অভিশাপে পরিণত করে দেন।

"আর আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না" (সূরা ইউসুফ ১২:২১)